WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours PART-III Examinations, 2018

বাংলা - সাম্মানিক

পঞ্চম পত্র

সময় : ৪ ঘণ্টা পূর্ণমান : ১০০

প্রান্তিক সীমার মধ্যস্থ সংখ্যাটি পূর্ণমান নির্দেশ করে।
পরীক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় যথা সম্ভব শব্দসীমার মধ্যে উত্তর করিবে।

১. মহাকাব্যের সংজ্ঞা দাও। ধ্রুপদী মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো এবং একটি বাংলা সাহিত্যিক মহাকাব্যের রচনারীতি বিশ্লেষণ করে ধ্রুপদী মহাকাব্যের সঙ্গে তার পার্থক্যের দিকগুলি বুঝিয়ে দাও। ৩+৫+১২

অথবা

উদাহরণসহ যে-কোনো *দুটি* বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করোঃ ১০+১০
(ক) গাথা বা ব্যালাড, (খ) সনেট, (গ) স্তোত্রকবিতা (ওড)

২. মর্ত্যনারীর স্বার্থপরতা এবং অপরের সৌভাগ্যের প্রতি ঈর্ষাবোধ, ‘দশরথের প্রতি কৈকেয়ী’ পত্রকাব্যের মূল বিষয় – আলোচনা করো। ১৬

অথবা

‘দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা’ পত্রে শকুন্তলা চরিত্র নির্মাণে মধুসূদনের মৌলিকতার পরিচয় দাও। ১৬

৩. “নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মতা আমাকে একান্তভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে।” – বিশ্বাত্মবোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য ‘সোনারতরী’ কাব্যগ্রন্থের ‘বসুন্ধরা’ কবিতাটি সম্পর্কে কতখানি প্রযোজ্য তা আলোচনা করো। ১৬

অথবা

“মানুষ ভগবানের প্রেমকে উপলব্ধি করিতে পারে আপনার প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া।” – ‘সোনারতরী’ কাব্যের ‘বৈষ্ণব কবিতা’র মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি আলোচনা করে সমালোচকের এই মন্তব্যের যাথার্থ্যতা বিচার করো। ১৬

৪. “অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা নজরুলের রচনার প্রধান গুণ – এবং প্রধান দোষ।” – পাঠ্য কবিতাগুলি অবলম্বনে কাজী নজরুল ইসলামের কবি-মানসিকতার এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যাখ্যা করো। ১৬

অথবা

ব্যক্তিসত্তা ও কবিসত্তার এক অসাধারণ মেলবন্ধনে কাজী নজরুল ইসলামের ‘আমার কৈফিয়ৎ’ কবিতাটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে – আলোচনা করো। ১৬

৫. বিষ্ণু দে-র ‘দামিনী’ কবিতায় রবীন্দ্র-উপন্যাসের দামিনী চরিত্রটি একটি ভিন্নমাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে – কবিতাটি আলোচনা প্রসঙ্গে বিষয়টি স্পষ্ট করো। ১৬

অথবা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘বধূ’ কবিতাটি আসলে রবীন্দ্রনাথের ‘বধূ’ কবিতারই বিনির্মাণ – আলোচনা করো। ১৬

Scanned by CamScanner

৬. উদ্ধৃতাংশের কাব্যশৈলী বিচার করোঃ ১৬

এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়!
চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব
বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা!

জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূন্যের আজান গান;
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

না কি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে
কোনোই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের ?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে ?

না কি এ প্রাসাদের আলোর ঝলসানি
পুড়িয়ে দেয় সব হৃদয় হাড়
এবং শরীরের ভিতরে বাসা গড়ে
লক্ষ নির্বোধ পতঙ্গের ?

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে ?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

অথবা

তোমারে স্মরণ করি আজ এই দারুণ দুর্দিনে ১৬
হে বন্ধু, হে প্রিয়তম। সভ্যতার শ্মশান-শয্যায়
সংক্রমিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মজ্জায়;
প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা। রক্তপায়ী উদ্ধত সঙিনে
সুন্দরেরে বিদ্ধ ক'রে, মৃত্যুবহ পুষ্পকে উড্ডীন
বর্বর রাক্ষস হাঁকে, 'আমি শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বড়ো'।
দেশে-দেশে সমুদ্রের তীরে-তীরে কাঁপে থরোথরো
উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ।

প্রাণ রুদ্ধ, প্রাণ স্তব্ধ। ভারতের স্নিগ্ধ উপকূলে
লুব্ধতার লালা ঝরে। এত দুঃখ, এ দুঃসহ ঘৃণা–
এ-নরক সহিতে কি পারিতাম, হে বন্ধু, যদি না
লিপ্ত হ'তো রক্তে মোর, বিদ্ধ হ'তো গূঢ় মর্মমূলে
তোমার অক্ষয় মন্ত্র। অন্তরে লভেছি তব বাণী
তাই তো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে, জানি।

Scanned by CamScanner